দৈনিক সংবাদ ·UU-056

তারিখ 27 JUN 1986 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..5.. কলাম ..1 ... ...

কিশোরগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট ॥ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়নি নির্দিষ্ট খাতে

॥ আমিনুল হক ॥

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী), ২৫শে জুন।--কিশোরগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম নৈরাজ্য। বিশেষ করে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে অবহেলিত। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে নেয়া হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ নীলফামারী জেলার একটি উপজেলা। উপজেলায় উন্নীত হওয়ার ৪ বছর হলেও আজো সেখানে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন উন্নতি হয়নি। এ উপজেলায় মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৯টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭টি, ১টি বালিকাসহ উচ্চ বিদ্যালয় ১০টি, নিম্ন মাধ্যমিক ৭টি এবং মহাবিদ্যালয় ১টি। উপজেলায় উন্নীত হওয়ার পর শিক্ষাখাতে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ আসলেও সে টাকা বিধি মাতাবেক ব্যয় করা হয়নি সেখানে। কারণ নিয়ম রয়েছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে। তবে গত বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিছু বসার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। অথচ এই অর্থের একটা মোটা অংশ ব্যয় করে উপজেলা সদরে একটি বেসরকারী কিণ্ডার গার্টেন স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে লেখাপড়া করেন উপজেলা সদরের কর্মকর্তা ও কিছু বিত্তবান লোকের সন্তানরা। কারণ এখানে মাসিক বেতন দিতে হয় ২০ টাকা থেকে ৪০ টাকা। ফলে সাধারণ লোকদের পক্ষে এত টাকা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ঐ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করানো সম্ভব হয় না।

অপরদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অর্থাভাবে সংস্কার বা মেরামত করা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোর বেড়া বা ছাউনি কিছুই নেই। খোলা আকাশে ক্লাস চলছে। এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে উত্তর গারাগ্রাম তিলিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রণচণ্ডি বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ রাজিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রণচণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়ভিটা বিদ্যালয়, সয়রাবাড়ী মিসনীকুণ্ঠা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণ বাহাগিলি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এসব ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, উপজেলা পরিষদকে বিদ্যালয়গুলোর এ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তবে শিক্ষা অফিসার এ উপজেলায় ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্যাদি সম্বন্ধে জানাতে ব্যর্থ হন। অবশ্য তিনি সে সময় এসব তথ্য বিশেষ করে ছাত্রসংখ্যা দেয়ার জন্য ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু কোথাও তা খুঁজে পাননি। অথচ ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিছুদিন

চাকরি করছেন। কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতনের স্কুলের অংশ পান না বললেই চলে। আর যারা কিছু কিছু করে পান তাদের বেতনও প্রায় ৬ মাস হতে ১ বছর পর্যন্ত বাকী। এদের নির্ভর করতে হয় শুধু বেতনের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অংশের উপর। এমনি বিভিন্ন অনিয়ম ও অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে চলছে কিশোরগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা।

এ সমস্ত অনিয়ম এবং অভিযোগের ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, এসব কিছু কিছু অনিয়ম অতীতে হয়েছে। তবে তিনি আসার পর এ বছর ২১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের কাজ হাতে নেয়ার কথা জানান।